গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিটিউট,

আঞ্চলিক গবেষণাগার, দিনাজপুর

কৃষি মন্ত্রণালয়

মাটির নমুনাঃ

মাটি হলো ফসলের খাদ্য ভান্ডার। কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারনে মাটির উর্বরা শক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ফলে ফসলের ফলন ও উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় প্রয়োজন মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা। এ জন্য মাটির উর্বরতা সংরক্ষণসহ ফসলের কাঙ্খিত ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

মাটির নমুনা হলো কোন জমি হতে সংগৃহীত কিছু পরিমাণ মাটি যা ঐ জমির মাটির গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে।

মাটির নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্য

❖মাটিতে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আছে তা জানা।

❖পুষ্টি উপাদানের ভিত্তিতে ঐ মাটিতে কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ণয় করা।

❖খরচ কমানো এবং ফসলের উৎপাদন বাড়ানো ।

মাটির নমুনা সংগ্রহের উপকরণঃ

- কোদাল / নিড়ানী / বেলচা
- প্লাস্টিকের বালতি / গামলা / পলিথিন সীট;
- মোটা পলিব্যাগ ও সুতলী;
- লেবেল বা ট্যাগ

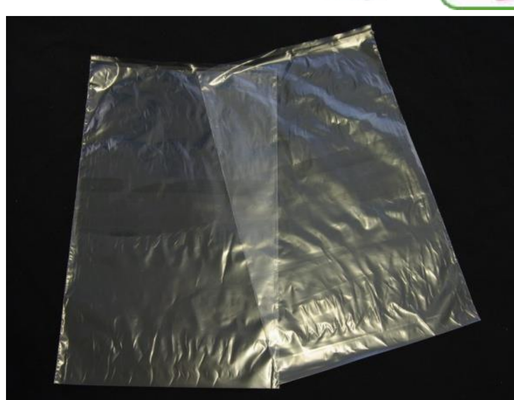

যে স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হবে

সাধারণত এক খন্ড জমির উপরিস্তর থেকে সমদূরত্বে ৯টি স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। যে স্তর লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলার / ট্রাকটরের ফলা দ্বারা চাষ করা হয় এবং ফসলের শিকড় ছড়ায় সেই স্তর মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

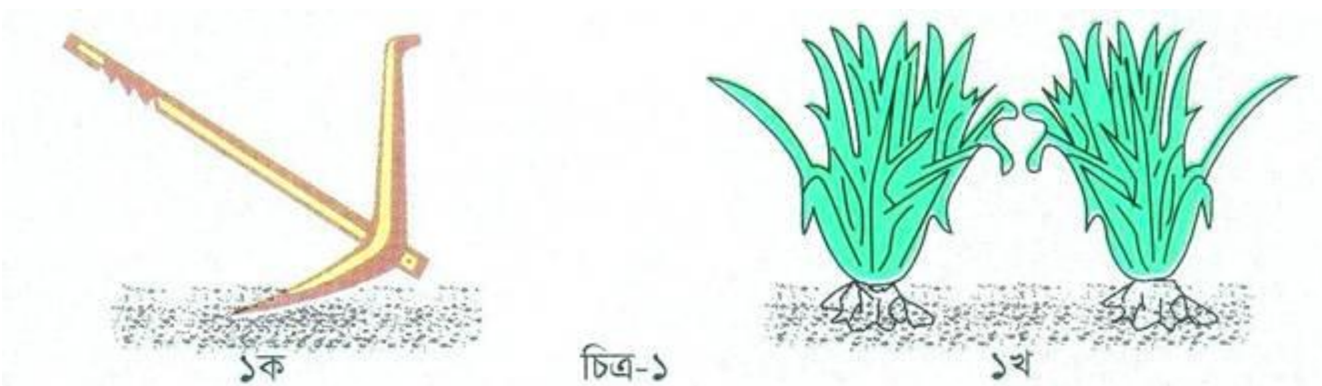

চিত্র-১

জমি থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহের নিয়মঃ

১। জমির চার সীমানা থেকে ২-৩ মিটার বা ৪-৬ হাত ভিতরে সমান্তরালভাবে সমদূরত্ব বজায় রেখে ৯টি স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

৩। একাধিক প্লটের মাটির নমুনা পরীক্ষা করাতে হলে প্রতি খন্ড জমি হতে আলাধাভাবে মাটির মিশ্র নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

৬। পরিস্কার কোদাল বা খন্তা বা যে কোন খনন যন্ত্রের সাহায্যে কর্ষণ স্তরের গভীরতা পর্যন্ত 'V' আকৃতির গর্ত করতে হবে

৭। গর্তের একপাশ থেকে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ (৭-৮ সেমি) পুরু মাটির চাকা তুলে চাকাটির দুই পাশ কেটে চাকাটি পলিথিন শীটের উপর কিংবা প্লাস্টিক বালতিতে রাখতে হবে

৮। একইভাবে ৯টি স্থান থেকে সংগৃহীত একই পরিমাণ মাটি বালতি/পলিথিন শীটে রাখতে হবে।

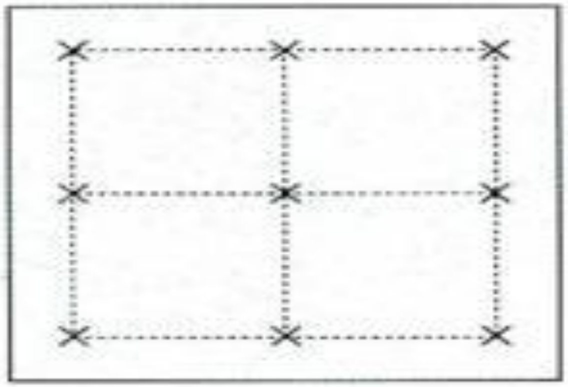

চিত্র-২

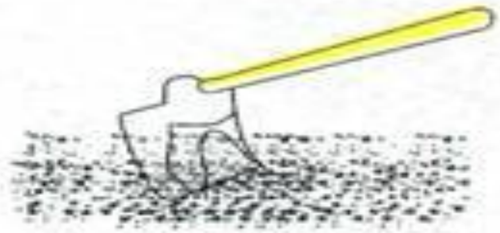

চিত্র-৪ক

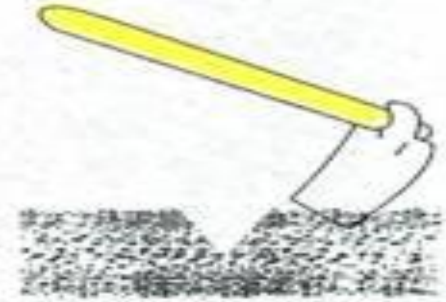

চিত্র-৪খ

চিত্র-৫

যেসব জায়গার মাটি সংগ্রহ করা যাবে না

২। রাস্তা বা বাঁধের নিকটবর্তী স্থান/পরিত্যাক্ত ইটের ভাটা/সদ্য সার প্রয়োগকৃত জমি/গোবর বা কম্পোস্ট কিম্বা যে কোন আবর্জনা স্তুপকৃত জায়গা/ফসলের নাড়া পোড়ানোর জায়গা থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না।

সংগৃহীত মাটির নমুনা ভালভাবে মিশ্রিতকরণ

১। পরিস্কার পলিথিন শীট কিংবা বালতিতে রাখা সংগৃহীত মাটির নমুনার চাকাগুলো পরিস্কার হাতে গুড়ো করে ভালভাবে মেশাতে হবে

২। মেশানোর সময় মাটিতে ঘাস বা শিকড় থাকলে ফেলে দিতে হবে।

৩।মেশানো মাটি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে দুকোন থেকে দু ভাগ ফেলে দিতে হবে। বাকী দু ভাগ মাটি আবার মিশিয়ে তা থেকে ৫০০ গ্রাম পরিমাণ গুড়ো মাটি পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে।

৪। মাটি ভেজা বা আদ্র থাকলে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে

৫। ভেজা মাটির ক্ষেত্রে মাটির পরিমাণ এমনভাবে নিতে হবে যাতে শুকালে মাটি মোটামুটি ২৫০ গ্রাম থাকে।

মাটির নমুনা ব্যাগে লেবেল বা ট্যাগ লাগানো

লেবেল বা ট্যাগের নমুনা ছক

কৃষকের নাম	ঃ	মৃত্তিকা নমুনা নম্বর	ঃ
পিতার নাম	ঃ	নমুনা সংগ্রহের তারিখ	ঃ
মাতার নাম	ঃ	নমুনার গভীরতা	ঃ .... সেন্টিমিটার
গ্রাম/মৌজা/দাগ নং	ঃ	স্বাভাবিক বর্ষায়	
ডাকঘর/ইউনিয়ন	ঃ	প্লাবনের গভীরতা	ঃ .... সেন্টিমিটার
উপজেলা ও জেলা	ঃ	ভূমি শ্রেণী	ঃ
বর্তমান ফসলের নাম	(১) রবি ঃ	মৃত্তিকা বুনট	ঃ
	(২) খরিফ-১ ঃ	মৃত্তিকা দল/সিরিজ	ঃ
	(৩) খরিফ-২ ঃ	ভূমিরূপ	ঃ ডাংগা/বিল/চালা/বাইদ/উপত্যকা/পাহাড়
সম্ভাব্য ফসল বিন্যাস	ঃ		
গবেষণা নমুনা কোড	ঃ		
তারিখ	ঃ	গ্রহীতার স্বাক্ষর	

ছক-১

চিত্র-৮

১। ছক-এ দেয়া তথ্যসম্বলিত একটি লেবেল বা ট্যাগ লাগিয়ে ঐ ব্যাগটির মুখ রশি দিয়ে বন্ধ করতে হবে ।

২। পরে অন্য একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে দ্বিতীয় ব্যাগের মুখ বন্ধ করতে হবে।

মাটির নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণ ও করণীয়

১। সংগৃহীত মাটির নমুনা পরীক্ষা ও সার সুপারিশ প্রদানের জন্য নিকটস্থ এসআরডিআই-এর আঞ্চলিক/কেন্দ্রীয় গবেষণাগার কিংবা ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার (এলাকায় উপস্থিত থাকলে) -এ আপনি স্বয়ং কিংবা এসএএও এর মাধ্যমে ধার্যকৃত বিশ্লেষণ ব্যয়সহ পৌঁছে দিতে হবে।

২। এসআরডিআই এর বিজ্ঞানীগণ গবেষণাগারে মাটি পরীক্ষা করে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করবেন। উক্ত সার সুপারিশ কার্ড সংগ্রহপূর্বক সুপারিশ অনুযায়ী জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে।

৩।সার সুপারিশ কার্ডটি সংরক্ষণ করে ৫ বছর পর্যন্ত জমিতে সার প্রয়োগ করা যাবে।

মাটি পরীক্ষা না করে সার দেয়ায় হতাশ কৃষক

মাটি পরীক্ষা করে সুষম মাত্রায় সার দেয়াতে অধিক ফলন

মাটি পরীক্ষা করে সার দিন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

মাটি পরীক্ষা করে সার দিন
অধিক ফসল ঘরে নিন

জনস্বার্থে

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিটিউট,

আঞ্চলিক গবেষণাগার, দিনাজপুর

কৃষি মন্ত্রণালয়